দেশ বাংলা

তারিখ 07 AUG 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

112

এইচএসসি ঃ গতকাল আড়াই হাজার বহিষ্কৃত

ঝিনাইদহে সংঘর্ষ ভাঙচুর ঃ পুলিশসহ ২৯ জন আহত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এইচএসসি পরীক্ষার চতুর্থ দিনে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে শনিবার দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ডে দু'হাজার চার'শ চারজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে।

এদিন পরীক্ষায় নকল ধরাকে কেন্দ্র করে ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ মাহতাব উদ্দিন কলেজে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। প্রায় সোয়া এক ঘন্টব্যাপী এই সংঘর্ষে কালিগঞ্জ থানার ওসি, দু'জন সাব ইন্সপেক্টর ও তিনজন পুলিশ কনেষ্টবলসহ ২৯ জন আহত হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় দুজন পুলিশকে কালিগঞ্জ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এই সংঘর্ষে কালিগঞ্জ থানা নির্বাহী অফিসারের (টিএনও) জীপগাড়ি, পুলিশের তিনটি মোটর সাইকেল এবং একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মোটর সাইকেল ভাংচুর হয়। এ সময় কলেজের একজন

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঝিনাইদহে সংঘর্ষ ভাঙচুর ঃ পুলিশসহ ২৯ জন আহত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রভাষককে ছাত্ররা বেদম প্রহার করে।

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা জানান, ইংরাজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় কালিগঞ্জ মাহতাব উদ্দিন কলেজ কেন্দ্রে একজন পরীক্ষার্থীর নকল ধরাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষা শেষ হলে একদল উচ্ছৃংখল ছাত্র পরিদর্শক মোস্তাক আলীকে বেদম প্রহার করে। ঐ সময় প্রায় দু'শ উচ্ছৃংখল ছাত্র লাঠিসোটা ও হকিস্টিক নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষের ভবনে হামলা চালায়। তাঁরা পুলিশের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে।

যখন এই হামলা চালানো হয় তখন কালিগঞ্জের টিএনও এবং পরিদর্শক মোস্তাক আলী কলেজ অধ্যক্ষের রুমে আশ্রয় নেন। উচ্ছৃংখল ছাত্ররা পরিদর্শককে বের করে এনে লাঞ্ছিত করে। তাকে প্রহার করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। হামলায় পুলিশের তিনটি গাড়ি, টিএনওর জীপ ও পৌরসভার একটি জীপও ভাংচুর হয়।

ছাত্র এবং পুলিশের ঐ সময়ে ধাওয়া এবং পাল্টা ধাওয়া চলে। পরে সাঙ্গা পুলিশ এলে পরিস্থিতি সোয়া দুঘন্টা সময় নিয়ন্ত্রণে আসে। এই সংঘর্ষে ২৩ জন ছাত্র আহত হয় বলে ঝিনাইদহ সংবাদদাতা উল্লেখ করেন।

এ ব্যাপারে কালিগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। কেউ গ্রেফতার হয়নি। ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেছেন। এই ঘটনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য শনিবার সন্ধ্যায় কলেজ গভর্নিং বডির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ঢাকা বোর্ডে ৬৯৫ জন, রাজশাহী বোর্ডে ১০৫২ জন, যশোর বোর্ডে ২৯৪ জন এবং কুমিল্লা বোর্ডে ৩৬৩ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। এর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে গাইবান্ধা জেলায় ২১৯ জন।